প্রকল্পের হালনাগাদ প্রতিবেদন

ইনোভেশন প্রকল্পের নাম:

''পেনশন গ্রহণকারীদের বিশ্রামাগারসহ চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থাকরণ"

স্থান: জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়, মাগুরা।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী

জি এম জিল্লুর রহমান

জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার

মাগুরা।

মোবাইল: ০১৭১১-১৬৮১৬৮

Email: rzillur২@gmail.com

প্রকল্পের হালনাগাদ প্রতিবেদন

দপ্তরের চিহ্নিত সেবা: পেনশন প্রদান

প্রকল্পের নাম: পেনশন গ্রহণকারীদের বিশ্রামাগারসহ চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থাকরণ"

বাস্তবায়ন কারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং: জি এম জিল্লুর রহমান, জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, মাগুরা, মোবাইল নম্বর ০১৭১১-১৬৮১৬৮, Email: rzillur২@gmail.com

প্রকল্প শুরুর তারিখ ০১/০৪/২০১৫ খ্রি:

প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ: ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি:

প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: মাগুরা জেলায় মোট ২৪৯০ জন অবসর ভাতা বা মাসিক পেনশন গ্রহণকারী পেনশনার রয়েছে। বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারনে তাঁদের অনেকেরই শারিরিক অসুস্থতা আছে। তা সত্বেও প্রতিমাসে অন্তত একবার পেনশন বই/ চেক পাওয়ার জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসের বারান্দায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকে অপেক্ষারত অবস্থায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কক্ষে বসার ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের অভাব রয়েছে। সর্বোপরি তাদের অনেকেই গ্রামে বসবাস করার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকেন অথবা অসচেতনতার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন না। প্রায় সারা জীবন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যানে কাজ করার পর নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত থাকার বিষয়টি প্রকৃতই একটি সমস্যা। এ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পেনশন গ্রহণকারীদের বিশ্রামাগার, চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ পেনশন সহজে কম/ দ্রুত সময়ে কোন ভোগান্তী ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট: পেনশন গ্রহণকারীগণ বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারনে তাঁদের অনেকেরই শারিরিক অসুস্থতা থাকে। তা সত্বেও প্রতিমাসে অন্তত একবার পেনশন বই/ চেক পাওয়ার জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসের বারান্দায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। পেনশন গ্রহণের জন্য অনেককে একাধিকবার হিসাবরক্ষণ অফিসে আসতে হয়। অনেকে অপেক্ষারত অবস্থায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কক্ষে বসার ব্যবস্থা নেই। সাধারণত শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকে না।

প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

১) পেনশনারদের বিশ্রামের জন্য কোন কক্ষের ব্যবস্থা নেই।
২) বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা নেই।
৩) পর্যাপ্ত ইলেকট্রিক ফ্যানের ব্যবস্থা নেই।
৪) নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ফিল্টারের ব্যবস্থা নেই।
৫) অসুস্থ পেনশনারদের অনেকেই চিকিৎসা সেবার অভাবে প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়েন।
৬) বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।
৭) দৈনিক পত্রিকা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই।

৮) পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকসময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বা কখনো কখনো একাধিকবার অফিসে যাতায়ত করার প্রয়োজন হয়।

প্রকল্পে গৃহীত সমাধান:

১) পেনশনারদের বিশ্রামের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে বসার জন্য একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২) বসার জন্য ৫০টি চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩) পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য ইলেকট্রিক ফ্যান ও লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪) নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য পিওরইট ফিল্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫) প্রতিমাসের প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মদিবসে একজন এমবিবিএস ডিগ্রীধারী/ মেডিকেল অফিসার/ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে আগত পেনশনারদের বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৬) বিনামূল্যে প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭) দৈনিক পত্রিকা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮) একজন পেনশনার পেনশন বই জমা প্রদানের ৩০ মিনিটের মধ্যে পেনশন প্রদানের আদেশসহ টাকা উত্তোলনের আদেশ প্রদান করে বই সোনালী ব্যাংকে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর মাসিক পেনশন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে কোন প্রকার হয়রানী ব্যতিরেকে ৯৭ % সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা।

প্রকল্পের উপকার ভোগীঃ

১. উপকারভোগী কারাঃ মাগুরা জেলায় অবসর গ্রহণকারী বা মাসিক পেনশন গ্রহণকারী পেনশনারগণ।

২. সংখ্যাঃ মাসিক পেনশন গ্রহণকারী ২৪৯০ জন।

নির্ধারিত পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা? হ্যা।

গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আগে	২ দিন	নাই	২ বার
পরে	১ দিনে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগে	নাই	১ বার
প্রত্যাশিত ফলাফল	১ দিন সময় কম লাগে	নাই	১ বার যাতায়ত কম লাগে

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য: প্রাথমিকভাবে অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

অংশীজন	ভূমিকা
তথ্য অফিস	প্রচারে সহায়তা করেছে।
জেলা প্রশাসন	সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করেছে।
সিভিল সার্জন কার্যালয়	চিকিৎসা কার্যক্রমে ডাক্তার ও ঔষধ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছে।
অন্যান্য সকল অফিস	তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সকল সরকারী দপ্তর এ কাজে সহায়তা করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের ঝুকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
কাজের প্রেসার/ চাপ	কর্মবন্টন ও নিবীড় তদারকীর মাধ্যমে
প্রাথমিকভাবে সহকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব ছিল।	সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
পর্যাপ্ত অর্থের অভাব।	অত্র দপ্তরের আনুসঙ্গীক খাতসহ অন্যান্য বাজেট হতে কিছুটা সমন্বয় করা হয়েছে।

টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে। প্রায় সারা জীবন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যানে কাজ করার পর নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত থাকা এসব ত্যাগী মানুষের অবসরকালীন সময়ে পাশে থেকে পেনশন গ্রহন সহজীকরনের বিষয়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে এবং প্রচার করা হলে সরকারী কর্মচারীগণ ভবিষ্যতে এমন সুবিধার কথা ভেবে সরকারী কাজেও মনোযোগী হয়ে উঠবে। ফলে এ প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়: (প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন? এ প্রকল্প থেকৈ অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)

১। বৃদ্ধ পেনশনারদের জন্য এ ধরনের কাজ করতে পেরে আমার সকল সহকর্মীদের মধ্যেও উদ্দীপনা দেখা গেছে।

২। পেনশনাররা সামান্য এই সুবিধা টুকু পেয়ে অনেক খুশি এবং উজ্জীবিত হয়েছে।

৩। সকল কর্মচারীকে একদিন একই পথের পথিক হতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের দেখা বাস্তব বিষয়টি অনুধাবন করে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য? হলে, কীভাবে)

মন্তব্য:

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। স্ব স্ব বিভাগ বা অধিদপ্তর গুলো উপরোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী ও তদারকীর মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন আরো সহজতর হবে।

উপসংহার: মাগুরা জেলায় মোট ২৪৯০ জন অবসর গ্রহণকারী বা মাসিক পেনশন গ্রহণকারী পেনশনার রয়েছে। বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারনে তাঁদের অনেকেরই শারিরিক অসুস্থতা থাকে। তা সত্বেও প্রতিমাসে অন্তত একবার পেনশন বই/ চেক পাওয়ার জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসের বারান্দায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকে অপেক্ষারত অবস্থায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কক্ষে বসার ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের অভাব রয়েছে। সর্বোপরি তাদের অনেকেই গ্রামে বসবাস করার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকেন অথবা অসচেতনতার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন না। প্রায় সারা জীবন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যানে কাজ করার পর নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত থাকার বিষয়টি প্রকৃতই একটি সমস্যা। যা সমাধানে এ প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে।

জি এম জিল্লুর রহমান,
জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার,
মাগুরা,
মোবাইল নম্বর ০১৭১১-১৬৮১৬৮,
Email: rzillur২@gmail.com

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্ব-চিত্র প্রতিবেদন

The programme of free medical checkup for the pansioner
At zilla accounts office magura

উদ্ভাবনী প্রস্তাব

১| শিরোনাম: ''পেনশন গ্রহণকারীদের বিশ্রামাগারসহ চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থাকরণ"

২। প্রস্তাবকারীর নাম: জি এম জিল্লুর রহমান
পদবী: জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার
কার্যালয়ের নাম: জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়
ঠিকানা: মাগুরা। মোবাইল নম্বর ০১৭১১-১৬৮১৬৮
ইমেইল: rzillur২@gmail.com

৩। প্রস্তাবনার পটভূমি: মাগুরা জেলায় মোট ২৪৯০ জন অবসর গ্রহণকারী বা মাসিক পেনশন গ্রহণকারী কর্মচারী রয়েছে। বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারনে তাঁদের অনেকেরই শারিরিক অসুস্থতা থাকে। তা সত্বেও প্রতিমাসে অন্তত একবার পেনশন বই/ চেক পাওয়ার জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসের বারান্দায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকে অপেক্ষারত অবস্থায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কক্ষে বসার ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের অভাব রয়েছে। সর্বোপরি তাদের অনেকেই গ্রামে বসবাস করার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকেন অথবা অসচেতনতার কারনে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন না। প্রায় সারা জীবন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যানে কাজ করার পর নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত থাকার বিষয়টি প্রকৃতই একটি সমস্যা। যা সমাধানে এ প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে।

৪। উদ্দেশ্য: প্রায় সারা জীবন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যানে কাজ করার পর নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত থাকা এসব ত্যাগী মানুষের অবসরকালীন সময়ে পাশে থেকে পেনশন গ্রহন সহজীকরনের লক্ষে বিশ্রামাগারসহ চিকিৎসা সেবা দানের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কৌশল:

১) পেনশনারদের বিশ্রামের জন্য একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা।
২) বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা করা।
৩) পর্যাপ্ত ইলেকট্রিক ফ্যানের ব্যবস্থা করা
৪) নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ফিল্টারের ব্যবস্থা করা।
৫) প্রতিমাসের প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মদিবসে একজন চিকিৎসককে দিয়ে আগত পেনশনারদের বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৬) বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৭) দৈনিক পত্রিকা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
৮) ভোগান্তী ব্যতিরেকে স্বল্প সময়ে পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬| আর্থিক সংশ্লিষ্টতা: প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না, তবে ভবিষ্যতে প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে।

৭| প্রত্যাশিত ফলাফল:

প্রকল্পটি প্রবীণ-হিতৈষীদের প্রকল্প হিসেবে পেনশনারদের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রাখবে। চিকিৎসা সেবা পাওয়া পেনশনারদের অসচেতনতাজনিত স্বাস্থ্যঝুকি হ্রাস পাবে। তাঁরা সুস্থ জীবন পাবেন, ফলশ্রুতিতে তাদেঁর অভিজ্ঞতা ও জীবনদক্ষতা পরবর্তী প্রজন্মের তথা সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে আরো বেশী অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকারী চাকুরীজীবীরা তাদের পেশাকে আরো সম্মানজনক ও মহিমান্বিত মনে করবেন।

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আগে	২ দিন	নাই	২ বার
পরে	১ দিনে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগে	নাই	১ বার
প্রত্যাশিত ফলাফল	১ দিন সময় কম লাগে	নাই	১ বার যাতায়ত কম লাগে

৮| উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ: